

# অর্থনৈতিক মুক্তি ও বিশ্ব নেতৃত্বের পুনরুদ্ধারে স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রানীতির ভূমিকা

## ১. ভূমিকা:

বর্তমান পৃথিবী পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যাতাকলে পিষ্ট। কাণ্ডজে মুদ্রানীতিতে অর্থের মূল্যসংকট চরম আকার ধারণ করেছে। যার ফলে সারা পৃথিবীর অর্থনীতি চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। ধাতব মুদ্রানীতির (স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিত্তিক – Gold & Silver based) পরিবর্তে যখন থেকে ছাপানো কাণ্ডজে মুদ্রানীতির প্রচলন শুরু হয় তখন থেকে এ সমস্যার সূত্রপাত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কাল পর্যন্ত পৃথিবীতে ধাতব মুদ্রানীতির প্রচলন ছিল। রোমান, পারস্যসহ পৃথিবীর সব বড় বড় সাম্রাজ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিত্তিক মুদ্রানীতির প্রচলন ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Brettenwood Conference এর মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ডলারের সাথে স্বর্ণের একটি ratio নির্ধারণ করে দেয়। এ ratio অনুযায়ী রুজভেল্ট পৃথিবীর প্রত্যেকটি সরকারকে এ আহ্বান জানায় যে তারা যেন মার্কিন সরকারের কোষাগার (treasury) থেকে প্রতি আউন্স স্বর্ণের বিপরীতে ৩৫ মার্কিন ডলার সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন এই ঘোষণা দেয় যে এখন থেকে স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতির অবসান হলো এবং ডলার ছাপানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন reserve দেখানোর প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ Brettenwood system অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলারের বিনিময়ে স্বর্ণের একটি ভালো মজুদ নিজের দখলে নেয় এবং ডলারের প্রচলন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়। এরই মাধ্যমে মানুষের অর্থ ও বাণিজ্য ডলারের উপর নির্ভরশীল করে দেয়। অন্যদিকে ১৯৭১ সালে নিক্সনের ঘোষণার মধ্য দিয়ে ডলারের সরবরাহের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে নেয়। কারণ এই সময় থেকে ডলার ছাপানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর কোন সীমাবদ্ধতা থাকে না। এভাবে ডলারের উপর পুরো পৃথিবীর অর্থ ও বাণিজ্য এমনভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যে, ডলারের দরপতনের সাথে সাথে পুরো বিশ্বের ব্যবসা ও বাণিজ্যে ধকল শুরু হয়। যার ফলে আমদানি, রপ্তানি, বিনিয়োগ, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব ইত্যাদি প্রত্যেকটি ক্ষেত্র আক্রান্ত হয়। সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দার প্রভাব পুরো এশিয়া ও ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়া এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

### ১.১ কাণ্ডজে মুদ্রানীতি ও স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রানীতির পার্থক্য:

কাণ্ডজে মুদ্রানীতি অনুযায়ী মুদ্রা ছাপানোর জন্য কোন রিজার্ভ দেখাতে হয় না। সরকার তার বাজেট ঘাটতি দেখা দিলে অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহনের জন্য দেশী-বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেওয়ার মাধ্যমে অথবা অতিরিক্ত মুদ্রা ছাপানোর মাধ্যমে তার ব্যয়ভার বহন করে। এটি Public Sector Net Cash Requirement (PSNCR) নামে পরিচিত। অন্যদিকে স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিত্তিক মুদ্রানীতিতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের নির্দিষ্ট মজুদের (reserve) বিপরীতে মুদ্রা ছাপানো হবে। এবং স্বর্ণের সাথে মুদ্রার একটি অনুপাত নির্ধারণ করা হবে। কোন ধরনের বাজেট ঘাটতি বা কোন প্রয়োজন দেখা দিলে স্বর্ণের মজুদ (reserve) না বাড়ানো পর্যন্ত মুদ্রা ছাপানো হবে না। ফলে পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল থাকবে।

### ১.২ কিভাবে কাণ্ডজে মুদ্রানীতি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা লুটপাট করে:

কাণ্ডজে মুদ্রানীতি অনুযায়ী মুদ্রা ছাপানোর জন্য নির্দিষ্ট কোন reserve বা সম্পদ দেখাতে হয় না। ফলে অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রা ছাপানোর মাধ্যমে অর্থের মূল্যমানের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় এবং মানুষ ক্রয়ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কোন একটি দেশে ছাপানো মুদ্রার পরিমাণ যদি ১ লক্ষ টাকা হয় তাহলে ঐ দেশে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার মূল্য সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এমতাবস্থায় ঐ দেশের সরকার যদি তার ব্যয়ভার বহনের জন্য অতিরিক্ত ৫০ হাজার টাকা ছাপায় তাহলে বর্তমানে ঐ দেশের উৎপাদিত পণ্য বা সেবার মূল্য ১ লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত গড়াতে পারে। কারণ, অতিরিক্ত টাকা ছাপানোর কারণে অর্থনীতিতে কিছু লোকের আয় (income) বেড়ে যাবে এবং অনেকের বাড়বে না। কিছু লোকের আয় (income) বাড়ার কারণে তারা এখন আগের চেয়ে বেশি দামে দ্রব্য ক্রয় করতে রাজি থাকবে, ফলে যাদের আয় বাড়ে নি তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাবে। উপরোক্ত উদাহরণটিকে আরো ছোট পরিসরে ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। যে পরিবারের মাসিক আয় ১ হাজার টাকা সে পরিবারে ২৫ কেজি চাল ক্রয় করতে  $(1000/25 = 80)$  কেজি প্রতি ৮০ টাকা লাগবে। আর টাকা ছাপানোর বৃদ্ধির কারণে যে পরিবারের আয় (income) ১৫০০ টাকা হয়েছে সে পরিবার ২৫ কেজি চাল কিনতে সর্বোচ্চ  $(1500/25 = 60)$  ৬০ টাকা পর্যন্ত প্রতি কেজিতে দিতে রাজী থাকবে। সুতরাং, চালের কেজি ৬০ টাকায় উন্নীত হলে যে পরিবার ১০০০ টাকা আয় করে সে পরিবার  $(1000/60 = 16.66)$  সর্বোচ্চ আনুমানিক ১৭ কেজি চাল কিনতে সক্ষম হবে। সুতরাং, উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্য না রেখে কিংবা কোন reserve এর উপর ভিত্তি না করে মুদ্রা ছাপানো হলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়। এটি রীতিমত এক ধরনের লুটপাট বা ছিনতাই। কৌশলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা লুটপাট করা হয়।

### ১.৩ আলোচনার পরিধি:

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা যে বিষয়গুলো তুলে ধরবো তা হলো :

- কাগুজে মুদ্রানীতি থেকে স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতির রূপান্তর প্রক্রিয়া
- স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ
- স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতির মাধ্যমে বিনিয়োগ ও সম্পদ সৃষ্টিতে প্রবৃদ্ধি
- স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন
- স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতির মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য ও মুদ্রা বিনিময় হার নির্ধারণ
- স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতির মাধ্যমে বিশ্ব নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার

### ২. কাগুজে মুদ্রানীতি থেকে স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতিতে রূপান্তর প্রক্রিয়া:

স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রা পুনরুদ্ধারে স্বর্ণের একটি ভালো মজুদের আবশ্যকতা রয়েছে। ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্রে স্বর্ণের যথেষ্ট মজুদ থাকবে কিনা তা একটি বড় প্রশ্ন আকারে দেখা দিতে পারে। তাই স্বর্ণের মজুদের সাম্ভব প্রতুলতা নিয়ে আলোচনা করা হলো:

#### ২.১ স্বর্ণের মজুদের প্রতুলতা এবং স্বর্ণ মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ:

মানব সভ্যতার ইতিহাসে স্বর্ণ হলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহার্য ও উপভোগ্য ধাতব পদার্থ যা কখনো নষ্ট হয় না। হাজারো বছর আগে খনি থেকে উত্তোলিত স্বর্ণ আজো অক্ষত অবস্থায় আছে এবং মানুষ তা কখনো মুদ্রা হিসাবে কখনো অলংকার হিসাবে অথবা শিল্প কারখানায় manufacturing এ ব্যবহার করছে।

কোন রকমের অর্থনৈতিক ও আর্থিক সমস্যা ছাড়াই উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে মজুদকৃত স্বর্ণ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মতৎপরতাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, উনিশ শতকে পৃথিবীজুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আলোড়ন তুলেছিল। এ বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছিল স্বর্ণের কোন রকম স্বল্পতা ছাড়াই দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন বেড়েছে, পণ্যের দাম কমে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে।

*পরিসংখ্যান:* এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে পরিমাণ স্বর্ণ খনি থেকে উত্তোলিত হয়েছে তার পরিমাণ আনুমানিক ১৬৫,০০০ হাজার টন। ১ আউন্স স্বর্ণের দাম ১৫০০ মার্কিন ডলার হিসাব করলে উত্তোলিত স্বর্ণের বাজার মূল্য হবে প্রায় ৬.৮ ট্রিলিয়ন ডলার।

বর্তমান কাগুজে মুদ্রানীতি বিশ্ব মুদ্রাস্ফীতিকে অসহনীয় পর্যায়ে নিয়ে গেছে। অতিরিক্ত মুদ্রা ছাপানোর কারণে স্বর্ণের দাম তুঙ্গে উঠেছে। ফলে স্বর্ণের চোরাচালান ও speculative business এখনকার বিশ্বে একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ফলে স্বর্ণের দাম আরও বাড়ছে এবং মজুদ ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। কারণ যারা speculative business করছে তারা স্বর্ণ পাচার করে বা stock রেখে স্বর্ণের কৃত্রিম সংকট তৈরী করছে। এমতাবস্থায় যদি আমরা স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতির প্রচলন শুরু করি তাহলে স্বর্ণের বিপরীতে মুদ্রার একটি ratio নির্ধারণ করে মুদ্রার দাম ও স্বর্ণের দাম একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে চলে আসবে। কারণ তখন বিশ্ব মুদ্রাগুলোর দাম ও তাদের একে অপরের সাথে বিনিময় সম্পর্ক স্বর্ণ দ্বারা তৈরী হবে। ফলে পৃথিবীর তাবৎ মুদ্রা মূলতঃ একটি মুদ্রায় পরিণত হবে এবং স্বর্ণের দাম স্থিতিশীল থাকার কারণে স্বর্ণের চোরাচালান, মজুদদারী ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যাবে কারণ স্বর্ণের দাম নির্ধারিত থাকবে বাড়বে না। একটি উদাহরণের মাধ্যমে পুরো ব্যাপারটি তুলে ধরি। যদি বাংলাদেশে মজুদকৃত সমস্ত স্বর্ণের বিপরীতে সমস্ত মুদ্রার একটি ratio বা অনুপাত আমরা নির্ধারণ করি তাহলে ধরি ১ দিনার (৪.২৫ গ্রাম) স্বর্ণ মুদ্রার দাম ১০ হাজার টাকা এবং একই ভাবে ভারত বা পাকিস্তানে এক দিনার স্বর্ণের দাম ৮ হাজার রুপি। এমতাবস্থায় কোন speculative businessman যদি বাংলাদেশে স্বর্ণ জমা রেখে এক বছর পর তা বিক্রি করতে চায় তাহলে সে ১ দিনার ১০,০০০ টাকায় বিক্রি করবে। কারণ স্বর্ণের দাম বাড়বে না। তাহলে ঐ লোকের ব্যবসায় বাড়তি কোন লাভ হবে না বরং মাঝখানে ১ বছর সময় নষ্ট হবে। একই ঘটনা ভারত বা পাকিস্তানেও প্রযোজ্য। ফলে টাকা বানানোর ধান্দায় স্বর্ণ কেনা বা বেচার প্রতি মানুষের আগ্রহ থাকবে না। যার কারণে স্বর্ণের মজুদ কমবে না বরং বাড়বে এবং স্বর্ণের ঘাটতি দূর হবে। এটি মুদ্রা বাজারের speculative business-ও দূর করবে।

তাছাড়া আফ্রিকায় মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল স্বর্ণের খনির জন্য বিখ্যাত। মুসলিম দেশগুলোতে এবং তাদের ব্যাংক ও কোষাগারে প্রচুর স্বর্ণের মজুদ রয়েছে। এমনকি সিলভারের একটি বিশাল মজুদ রয়েছে মুসলিম দেশগুলোতে যা খিলাফত রাষ্ট্রে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হবে। স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিত্তিক এই মুদ্রানীতিকে আমরা bi-metallic মুদ্রানীতি বলে থাকি।

খিলাফত রাষ্ট্র প্রাকৃতিকভাবে সম্পদে পরিপূর্ণ। এখানকার খনিজ সম্পদ বিশেষ করে তেল, গ্যাস ও কয়লা সারা পৃথিবীর জন্য প্রধান জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই জ্বালানী সম্পদ স্বর্ণের বিনিময়ে রপ্তানি করে প্রচুর স্বর্ণের মজুদ তৈরী করা সম্ভব। কাঁচামাল ও অন্যান্য

প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে খিলাফত রাষ্ট্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকবে এবং আমদানি নির্ভর হবে না। ফলে রাষ্ট্রে স্বর্ণের মজুদ দেশের বাইরে যাবে না।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে অনুপাত নির্দিষ্ট নয়। এটি চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে। রাসূল (সাঃ) এর সময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে অনুপাত ছিল আনুমানিক ১০:১। উমর (রা.) এর শাসনামলে ছিল ১২:১, পরবর্তীতে ১৪:১ এবং ১৯৭১ সালে এটি ৪৫:১ অনুপাতে পৌঁছায়। সুতরাং স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময় হার নির্দিষ্ট নয়। এটি বাজারের ধরনের উপর পরিবর্তিত হয়।

ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্র স্বর্ণের দিনারকে নিম্নোক্তভাবে ব্যবহার করতে পারে:

কয়েন	ওজন (গ্রাম)
১. ১/৪ (এক চতুর্থাংশ) দিনার	১.০৬২৫ গ্রাম (এই পরমাণ সম্পদ চুরির কারণে চোরের হাত কাটা হয়)
২. ১/২ (এক অর্ধাংশ) দিনার	২.১২৫ গ্রাম (যা যাকাতের নিসাব থেকে বাধ্যতামূলকভাবে কেটে রাখা হয়)
৩. ১ দিনার	৪.২৫ গ্রাম
৪. ৫ দিনার	২১.২৫ গ্রাম (যাকাতের নিসাবের এক চতুর্থাংশ)
৫. ১০ দিনার	৪২.৫ গ্রাম (যাকাতের নিসাবের অর্ধেক অংশ)
৬. ২০ দিনার	৮৫ গ্রাম (যাকাতের নিসাবের পরিমাণ)

রৌপ্যকে (দিরহাম বলা হয়) নিম্নোক্ত কয়েন আকারে ভাগ করা যায়:

কয়েন	ওজন (গ্রাম)
১. ১/২ (এক অর্ধাংশ) দিরহাম	১.৪৮৭৫ গ্রাম
২. ১ দিরহাম	২.৯৭৫ গ্রাম
৩. ৫ দিরহাম	১৪.৬৭৫ গ্রাম (যা রৌপ্যের যাকাতের নিসাব থেকে বাধ্যতামূলকভাবে কেটে রাখা হয়)
৪. ১০ দিরহাম	২৯.৭৫ গ্রাম
৫. ২০ দিরহাম	৫৯.৫ গ্রাম

এখান থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিত্তিক মুদ্রানীতিতে প্রত্যাবর্তন খিলাফত রাষ্ট্রের জন্য আদৌ কোন জটিল বিষয় নয়।

২.২ স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতির প্রত্যাবর্তনে বাস্তব পদক্ষেপ সমূহ:

- কাগজে মুদ্রা ছাপানো সাথে সাথে বন্ধ করতে হবে।
- স্বর্ণের উপর custom duties দূরীকরণ সহ স্বর্ণ আমদানি রপ্তানি সংক্রান্ত সমস্ত সীমাবদ্ধতা তুলে নিতে হবে।
- স্বর্ণের মালিকানা, ক্রয়-বিক্রয় এবং স্বর্ণ ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত সমস্ত সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ।
- বিশ্বের প্রধান প্রধান মুদ্রাগুলোর ক্রয়-বিক্রয়ে সরকারের হস্তক্ষেপসহ যত সীমাবদ্ধতা আছে তা দূরীভূত করতে হবে যেখানে প্রতিটি মুদ্রার মান স্বর্ণের বিপরীতে নির্ধারণ করা থাকবে এবং মুদ্রাগুলোর দাম স্থিতিশীল থাকবে।

যখন স্বর্ণকে মুক্তবাজারে ছেড়ে দেয়া হবে তখন আন্তর্জাতিক মুদ্রাগুলো স্বর্ণের বিপরীতে একটি স্থিতিশীল বিনিময় মূল্য নির্ধারণ করবে। এভাবে স্বর্ণের প্রচলন আন্তর্জাতিকভাবে বাড়তে থাকবে এবং ক্রমাগতই আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম স্বর্ণের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। এই পদক্ষেপগুলো যদি একটি রাষ্ট্র শক্ত হাতে গ্রহণ করে তাহলে এর সফলতা অন্যান্য দেশকে স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতি গ্রহণের দিকে নিয়ে যাবে।

### ৩. মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ (Halting Inflation):

শুরুতে inflation কি এবং এটি কি কারণে হয়ে থাকে সে বিষয়ে কিছু ধারণা দেয়ার চেষ্টা করব। একটি দেশের অর্থনীতিতে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার (goods & services) দাম যখন সাধারণ ভাবে বেড়ে যায় তখন তাকে মুদ্রাস্ফীতি বা inflation বলে। মুদ্রাস্ফীতি বা inflation হওয়ার পেছনে যেসব কারণকে অর্থনীতিবিদরা দায়ী করেন তা হলো:

- মুদ্রা সরবরাহ জনিত মুদ্রাস্ফীতি (Monetary Inflation)
- উৎপাদন খরচ জনিত মুদ্রাস্ফীতি (Cost-push Inflation)
- দ্রব্যের চাহিদার বৃদ্ধি (Rising Demand) ও দ্রব্যের সরবরাহের ঘাটতি (Shortness of Supply) জনিত মুদ্রাস্ফীতি

a. যখন উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্য না রেখে অতিরিক্ত মুদ্রা ছাপানো হয় তখন দ্রব্যের দাম বেড়ে যাবে। আলোচ্য প্রবন্ধের শুরুতে চালের যে উদাহরণ আমরা দেখেছি তাতে প্রমাণ হয় যে উৎপাদিত চালের বৃদ্ধি না করে অতিরিক্ত টাকা ছাপানোর কারণে চালের কেজি ৪০ টাকা থেকে ৬০ টাকা পর্যন্ত উন্নীত হতে পারে। অতিরিক্ত মুদ্রা ছাপানোর মাধ্যমে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির এ প্রক্রিয়াকে অর্থনীতিবিদরা মুদ্রা সরবরাহ জনিত মুদ্রাস্ফীতি (Monetary Inflation) বলে থাকেন।

b. যখন দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের খরচ বেড়ে যায় তখন দ্রব্য মূল্য বেড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ: একটি সিমেন্ট কারখানায় যদি সিমেন্ট উৎপাদনের জন্য ক্রয়কৃত কাঁচামাল, শ্রমিকের মজুরী ইত্যাদি বেড়ে যায় তখন সিমেন্ট তৈরীর পেছনে মোট খরচের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে সিমেন্ট বিক্রেতা উৎপাদন খরচ পুষিয়ে লাভ (profit) করার জন্য সিমেন্টের দাম বাড়াতে বাধ্য হয়। এভাবে পুরো অর্থনীতিতে উৎপাদিত দ্রব্য বা সেবার উৎপাদন খরচ বাড়ার কারণে বিক্রয়কৃত দ্রব্য (final goods) এর দাম বেড়ে যায়। এটিকে উৎপাদন খরচ জনিত মুদ্রাস্ফীতি (Cost-push Inflation) বলা হয়।

c. যখন উৎপাদিত পণ্য বা সেবার চাহিদা বেড়ে যায় তখন ঐ পণ্য বা সেবার দাম বেড়ে যায়। যদিও এ বিষয়টি নির্ভর করে উৎপাদিত দ্রব্যের সরবরাহের উপর এবং দ্রব্য বা সেবার ধরণের উপর। উদাহরণস্বরূপ, কোন একটি স্থানীয় বাজারে যদি ইলিশ মাছের সরবরাহ (supply) থাকে ৫০০ কেজি এবং ক্রেতার পক্ষ থেকে চাহিদা (demand) থাকে ২০০ কেজি, তাহলে চাহিদার তুলনায় সরবরাহের আধিক্যের কারণে ইলিশ মাছের দাম কমে যাবে আর যদি উল্টো ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ মাছের চাহিদা ৫০০ কেজি কিন্তু সরবরাহ (supply) আছে মাত্র ২০০ কেজি সে ক্ষেত্রে ক্রেতার পক্ষ থেকে মাছ কিনতে প্রতিযোগীতা লেগে যাবে এবং বিক্রেতা এ সুযোগে দাম বাড়াবে। অর্থাৎ সরবরাহের তুলনায় চাহিদার আধিক্যের কারণে মাছের দাম বেড়ে যাবে।

উপরোক্ত কারণগুলো কাণ্ডজে মুদ্রানীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

### ৩.১ মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধিতে কাণ্ডজে মুদ্রানীতির অবদান:

আমরা জানি, কাণ্ডজে মুদ্রানীতিতে মুদ্রা ছাপানোর ক্ষেত্রে কোন সীমাবদ্ধতা নেই। একটি দেশের সরকার তার ব্যয়ভার বহন করার জন্য যখন প্রয়োজন মনে করে তখন মুদ্রা ছাপাতে শুরু করে। এক্ষেত্রে কোন সম্পদের মজুদ (reserve) কিংবা উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর হ্রাস-বৃদ্ধির তোয়াক্কা করে না। ফলে কাণ্ডজে মুদ্রানীতিতে উৎপাদনের তুলনায় অতিরিক্ত মুদ্রা সরবরাহের সৃষ্টি হয় যা মুদ্রা সরবরাহ জনিত মুদ্রাস্ফীতি (Monetary Inflation) তৈরী করে।

অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রা সরবরাহ দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ধ্বংস করে দেয়। ফলে প্রাপ্ত মজুরী শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা অর্জনে যথেষ্ট হয় না। তাই শ্রমিক বাধ্য হয়ে বাড়তি মজুরি দাবি করে। তাছাড়া অতিরিক্ত মুদ্রা সরবরাহের কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি সমস্ত কাঁচামালের দামও বেড়ে যায়। ফলে একটি firm এ উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এবং বাজারে উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য ও বাড়াতে বাধ্য হয়। এভাবে অনিয়ন্ত্রিত কাণ্ডজে মুদ্রানীতির মাধ্যমে উৎপাদন খরচ জনিত মুদ্রাস্ফীতি (Cost-push Inflation) তৈরী হয়।

চাহিদা ও সরবরাহ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রা ছাপানোর কারণে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় তখন firm গুলো দুটি কারণে উৎপাদন কমিয়ে দেয়, এমনকি উৎপাদন বন্ধও করে দিতে পারে। প্রথম কারণ হলো অতিরিক্ত উৎপাদন খরচ পোষানোর জন্য firm এর যথেষ্ট মূলধন নাও থাকতে পারে এবং দ্বিতীয় কারণ হলো বাড়তি উৎপাদন খরচ দ্রব্যের দাম বাড়াতে বাধ্য করে, ফলে ভোক্তা (customers) চড়া দামে দ্রব্য নাও কিনতে পারে অথবা দ্রব্যের ক্রয় কমিয়ে দিতে পারে। এক্ষেত্রে অনেক দ্রব্য অবিক্রিত থাকার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং firm এর জন্য এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ। তাই firm উৎপাদন খরচ বেড়ে গেলে বাজারে দ্রব্যের সরবরাহ (supply) কমাতে বাধ্য হয়। চাহিদার তুলনায় সরবরাহের এ অপ্রতুলতা দ্রব্যের দাম আরেক ধাপ বাড়িয়ে দেয়। এভাবে পুরো অর্থনীতিতে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

### ৩.২ মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ-এ স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতির অবদান :

স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতিতে মুদ্রা ছাপানো হয় স্বর্ণ ও রৌপ্যের মজুদের ভিত্তিতে। যেহেতু স্বর্ণ ও রৌপ্যের সরবরাহ কৃত্রিমভাবে বাড়ানো সম্ভব নয়; এগুলো প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত মূল্যবান ধাতব পদার্থ, সেহেতু স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতি অনুযায়ী মুদ্রা ছাপানো অত্যন্ত কদাচিত একটি বিষয়। ফলে দ্রব্যের দাম স্থিতিশীল থাকবে এবং ক্রমান্বয়ে তা কমতে থাকবে। কারণ যেহেতু সরবরাহ স্থিতিশীল থাকবে এবং উৎপাদন বাড়বে, ফলে উদাহরণস্বরূপ, যদি ১০০০ টাকা মুদ্রা সরবরাহে ২৫ কেজি চাল উৎপাদন হতো ( $1000/25 = 80$  টাকা প্রতি কেজি)। এখন একই পরিমাণ টাকা সরবরাহে যদি উৎপাদন বেড়ে ৪০ কেজি হয় তাহলে ( $1000/40 = 25$  টাকা প্রতি কেজি) চালের দাম প্রতি কেজি ৪০

টাকা থেকে কমে ২৫ টাকা হয় যা মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় এবং ফলে মুদ্রাস্ফীতি কমে থাকে। সুতরাং স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতিতে মুদ্রা সরবরাহ জনিত মুদ্রাস্ফীতি (Monetary Inflation) বলে কিছু নেই।

যেহেতু দ্রব্যের দাম কমে থাকে সেহেতু কাঁচামালের দাম ও কমে যায় এবং ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার কারণে শ্রমিক তার প্রাপ্ত মজুরীতে সন্তুষ্ট থাকে। মূলতঃ মজুরী আগের মত থাকলেও দ্রব্য ও সেবার দাম কমার কারণে শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যায় কারণ শ্রমিকের real income (যা দ্রব্যের দামের সাথে adjust করা হয়) বেড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, একজন শ্রমিকের বেতন ১০ হাজার টাকা থেকে বেড়ে যদি ১২ হাজার টাকা হয় এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণে তাকে প্রতিমাসে ২ হাজার টাকা ধার করতে হয়, তাহলে বেতন বাড়ার পরেও ঐ শ্রমিকের real income কমে যায়। কিন্তু যদি ঐ শ্রমিকের বেতন ১০ হাজার থেকে না বাড়ে এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে মাস শেষে ঐ শ্রমিকের খরচ বাদে ৩ হাজার টাকা সঞ্চয় হয় তাহলে বেতন না বাড়লেও ঐ শ্রমিকের real income বেড়ে যায়। স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতিতে দ্রব্যের দাম কমার কারণে ঠিক এই ব্যাপারটিই ঘটে থাকবে। অর্থাৎ কাঁচামালের দাম কমার কারণে এবং শ্রমিকের real income বাড়ার কারণে firm এ উৎপাদন খরচ দিনের পর দিন কমে থাকবে। ফলে দ্রব্যের দাম আরো কমেবে এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আরো বাড়বে। তাই স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রানীতিতে উৎপাদন খরচ জনিত মুদ্রাস্ফীতি (Cost-push Inflation) থাকবে না।

যেহেতু উৎপাদন খরচ কমে যায় সেহেতু firm বেশি পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করবে এবং বাজারে দ্রব্যের সরবরাহ ক্রমেই বাড়বে। দ্রব্যের দাম কমার কারণে মানুষের চাহিদাও বাড়বে। যেহেতু সরবরাহ অনেক বেশি সেহেতু বাড়তি চাহিদা দ্রব্যের দামকে প্রভাবিত করতে পারবে না। ফলে উৎপাদিত সামগ্রী স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানী (export) করা যাবে। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরো বিস্তৃত হবে। সুতরাং স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতিতে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যতা থাকার কারণে মুদ্রাস্ফীতি হবে না।

এছাড়া উপরোক্ত কারণগুলোর বাইরে মজুতদারী ও কৃত্রিম সংকটের মাধ্যমে দ্রব্যের সরবরাহে ঘাটতি তৈরী করে দ্রব্যের দাম বাড়ানোর সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু খিলাফত রাষ্ট্রে মজুতদারী বা speculative business শারী'আহ'র দৃষ্টিতে হারাম হওয়ায় কখনো তা বরদাশত করা হবে না। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মজুতদারী ও speculative business একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

নিচের পরিসংখ্যানটি আমাদের স্পষ্ট করে দেয় স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতি কিভাবে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করেছিল:

Time Period	Inflation	Currency System
1750 – 1800 AD	2.0 %	Gold Standard
1801 – 1851 AD	1.2 %	Gold Standard
1852 – 1902 AD	0.3 %	Gold Standard
1903 – 1914 AD	0.5 %	Gold Standard
1915 – 1925 AD	5.4 %	Gold Standard abandoned during World War I
1926 – 1931 AD	2.1 %	Gold Standard
1932 – 1945 AD	3.8 %	Gold Standard abandoned during World War II
1946 – 1971 AD	4.4 %	Gold Standard abandoned by Brettonwood
1972 – 1993 AD	8.0 %	Fiat Currency
1994 – 2003 AD	2.6 %	Fiat Currency

## ৪. বিনিয়োগ এবং সম্পদ সৃষ্টি:

স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতির অর্থনীতিতে বিনিয়োগ দ্রুত বৃদ্ধি এবং সম্পদের উদ্ভূত তৈরী হয়। কাণ্ডজে মুদ্রানীতিতে বিনিয়োগ যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ ফলে সম্পদের স্বল্পতা সৃষ্টি হয়। দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করার জন্য অর্থ ও মূলধন (capital) ব্যবহারের নামই হলো বিনিয়োগ। বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো মুনাফা (profit) থাকবে কি না। একজন বিনিয়োগকারী উৎপাদন খরচ পুষিয়ে লাভের আশায় বিনিয়োগ করে থাকে।

বর্তমান কাণ্ডজে মুদ্রানীতিতে অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রা ছাপানোর কারণে মুদ্রার মূল্যমান ক্রমশই কমেছে। ফলে সময়ের আবর্তনে মুদ্রার মূল্য প্রতি বছর, মাস এমনকি প্রতিদিন উঠানামা করছে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পণ্যদ্রব্যের বাজার মূল্য উঠানামার (fluctuation) কারণে বিনিয়োগকারীর নিকট মুনাফা (profit) একটি অনিশ্চিত বিষয় (factor) হিসাবে দাঁড়ায়। তাছাড়া দ্রব্যমূল্যের অস্থিতিশীলতার কারণে মানুষ তার উপার্জিত আয় (income) নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, একটি অজানা আশংকা তাকে তাড়া করে।

তাই মানুষ এ অনিশ্চয়তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সঞ্চয়ের উপর নির্ভরশীল হয়। আর এ সুযোগে পুঁজিপতি প্রতিষ্ঠানগুলো লোভনীয় সঞ্চয় ভিত্তিক ফটকাবাজী ব্যবসা তৈরী করে। ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে কোটিপতি হওয়া, ২০% সুদে ডি.পি.এস ও বিভিন্ন saving scheme, wealth Guru ইত্যাদি চড়কদার বিজ্ঞাপন দিয়ে লক্ষ-কোটি মানুষের শ্রমের উপার্জিত টাকা পুঁজিপতি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে জমা হয়। ফলে সম্পদের সঞ্চালন (circulation) অত্যন্ত স্থিমিত হয়ে যায়। লক্ষ-কোটি লোকের উপার্জিত অর্থ এ পুঁজিপতি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো গুটিকয়েক পুঁজিপতিকে (capitalists) লোন হিসাবে দেয় যাদের এমনিতেই একাধিক গাড়ি, বাড়ি ও শিল্প কারখানা আছে এবং জনগনের লোনের এই টাকা দিয়ে তারা আরো শিল্প-কারখানার মালিক হয়। অর্থাৎ বিশাল জনগোষ্ঠীর উপার্জিত টাকা শুধুমাত্র গুটিকয়েক সম্পদশালীর মধ্যে আবর্তিত হয়। ফলে ধনী আরো ধনী হয় এবং গরীবের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়। বিশাল জনগোষ্ঠীর সঞ্চয়ের এই প্রবনতা এবং হাতে গোনা কিছু লোকের বিনিয়োগ মোট জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত সামান্য কিছু কর্মসংস্থান (jobs) তৈরী করে। ফলে সম্পদ সৃষ্টির পরিমাণ কমতে থাকে এবং দারিদ্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এভাবে একটি দেশের অর্থনীতি উৎপাদন স্বল্পতা, আমদানী নির্ভরতা ও বেকারত্বের বোঝা নিয়ে হাজারো সামাজিক সমস্যায় আবর্তিত হয়।

### ৪.১ স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতি কিভাবে বিনিয়োগে উৎসাহিত করবে?

স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতিতে মুদ্রা সরবরাহের সীমাবদ্ধতার কারণে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল থাকে। ফলে উৎপাদিত খরচ ও বাজার মূল্যের ব্যাপারে একজন বিনিয়োগকারীর ধারণা যথেষ্ট অনুমানযোগ্য হয়। তাই বিনিয়োগ ঝুঁকিমুক্ত থাকে। ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগের আরেকটি পূর্বশর্ত হলো সচল শ্রমবাজার (active labor market) এবং ভোক্তাবাজার (consumer markets)। শ্রমবাজার সচল বলতে শ্রমিকের কাজে যোগদানের হার (labor participation rate) বেড়ে যাওয়া বুঝায়। সাধারণত শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী (real wage) যখন বেড়ে যায় তখন শ্রমিকের কাজে যোগদানের উৎসাহ বাড়ে। উদাহরণস্বরূপ কোন একজন শ্রমিকের মাসিক আয় ৩০ হাজার টাকা এবং খরচও ৩০ হাজার টাকা। কিন্তু উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে মুদ্রার পরিমাণ যেহেতু বাড়ে না, সেহেতু দ্রব্য মূল্য ক্রমান্বয়ে কমতে থাকবে। ফলে গত বছরের তুলনায় এ বছর ঐ শ্রমিকের মাসিক আয় ৩০ হাজার টাকা হলে ও মাসিক খরচ বাদ দিয়ে যদি ৫ হাজার টাকা উদ্ধৃত থাকে, তাহলে বেতন অপরিবর্তিত থাকলেও প্রকৃত বেতন (real income) বেড়ে যায়। ফলে শ্রমবাজার চাপা হতে শুরু করে। শ্রমিকের কর্ম দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Education & training Institute) তৈরীর চাহিদা তৈরী হয়। ফলে দক্ষ শ্রমিক ও জনগোষ্ঠী তৈরীর প্রতিযোগিতা শুরু হয়। অন্যদিকে বাজার মূল্যের স্থিতিশীলতার কারণে দ্রব্যের ব্যাপারে ভোক্তার আত্মবিশ্বাস (consumer confidence) বেড়ে যায়। ফলে বিপদে পড়ার আশঙ্কায় সঞ্চয়ের প্রবণতা মানুষের মাঝে কাজ করে না। তাই মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে উপার্জিত অর্থ খরচ করে। ফলে অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদা (aggregate demand) বেড়ে যায়। শ্রম বাজার ও ভোক্তা বাজারের এই তৎপরতা বিনিয়োগকে চরমভাবে উৎসাহিত করে। ফলে কর্ম সংস্থান বেড়ে যায়। শ্রম বাজার ও ভোক্তা বাজারের এই তৎপরতাকে অর্থনীতিতে সরবরাহ জনিত (supply side) factor হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অপরদিকে মুদ্রা সরবরাহ বাড়িয়ে চাহিদা বাড়ানোর প্রক্রিয়াকে demand side factor বলা হয়। কাণ্ডজে মুদ্রানীতির ধারক ও বাহকরা demand side policy ব্যবহার করে অর্থনীতিকে চাপা করার কথা বলে থাকে। মূলতঃ supply side factor গুলো বিবেচনায় না এনে শুধু demand side policy ব্যবহার করলে উৎপাদন বাড়ার সাথে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যতা না থাকায় মুদ্রাস্ফীতি চরম আকার ধারণ করবে। ফলে বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি আবারো হ্রাস পেতে শুরু করবে। তাই মুদ্রা সরবরাহ স্থিতিশীল রেখে supply side policy ব্যবহার করলে দ্রব্য মূল্য ক্রমশ হ্রাস পায়, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্যতা আসে, সর্বোপরি মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে। ফলে শ্রম বাজার ও ভোক্তা বাজার আরো গতিশীল হয় এবং বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়।

## ৫. কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচন:

### ৫.১ Real Economy তে প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি:

একটি অর্থনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো real economy, যেখানে tangible পণ্যদ্রব্য তৈরী হয়। সাধারণত agricultural এবং manufacturing sector-গুলো real economy-এর অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন খাদ্যশস্য উৎপাদন শিল্পকারখানায় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণ, জাহাজ, স্টীল, সিমেন্ট, ইট ইত্যাদি নির্মাণের জন্য শিল্পকারখানা গুলো real economy-এর অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে বিভিন্ন হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিউটি পার্লার, কল সেন্টার ইত্যাদি sector-গুলো service economy এর অন্তর্ভুক্ত। Service economy সচল রাখার জন্য যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় তা আবার real economy-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন: কম্পিউটার, এসি যন্ত্রপাতি, হাসপাতালে ব্যবহৃত বিভিন্ন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। একটি দেশ সাধারণত real sector-এ যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ না থাকে তবে service sector অকেজো হয়ে যায়। মানুষ যদি খাদ্যদ্রব্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয় এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি তৈরী করতে না পারে তবে স্কুল কলেজে, হাসপাতালে কিংবা পার্লারের কার্যক্রম অকেজো হয়ে পড়ে। তাই real sector-এ বিনিয়োগ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং দারিদ্র বিমোচনে। স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রানীতি অর্থের মূল্যমানের স্থিতিশীলতার মাধ্যমে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে। ফলে real economy তে বিনিয়োগ বাড়তে থাকে যা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেও (service sector ও financial sector) উন্নত করে। অর্থাৎ real

sector এর বিনিয়োগ স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য sector-কেও গড়ে তুলে। ফলে প্রত্যেকটি sector-এ কর্মসংস্থান তৈরী হয়। উদাহরণস্বরূপ, কম্পিউটার সহ আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার, আধুনিক হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়। ফলে কর্মসংস্থান ব্যাপকভাবে বাড়ে।

#### ৫.২ শ্রম শোষণের অবসান:

সাধারণত যখন মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নষ্ট হয় তখন বিনিয়োগ ব্যাহত হয়। ফলে কর্মসংস্থানে ভাটা পড়ে। মালিকপক্ষ এ সময় অনেক কম টাকার বিনিময়ে শ্রমিক ভাড়া করে। কারণ শ্রম বাজারে শ্রমিকের সংখ্যার তুলনায় কর্মসংস্থান অনেক কম থাকে। এ সুযোগে শ্রম শোষণ শুরু হয়। কাগুজে মুদ্রানীতিতে ক্রয়ক্ষমতা লুটপাটের মাধ্যমে ভোক্তা বাজার স্থিমিত হয়ে যায়। ফলে ক্রমহ্রাসমান চাহিদার কারণে বিনিয়োগ অলাভজনক হয়। এতে শ্রমিকের চাহিদা কমে। ফলে শ্রম বাজারে অনেক কম মজুরীতে শ্রমিকের কাজ করতে হয়। বাংলাদেশের গার্মেন্টস সেক্টরগুলো শ্রমশোষণের সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতিতে নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা সরবরাহের কারণে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ফলে মানুষের প্রকৃত মজুরী বেড়ে যায় যা ভোক্তা বাজারকে (consumer market) অনেক চাপা রাখে। ফলে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা সবসময় অব্যাহত থাকে। এতে শ্রম বাজারও চাপা হয়। কারণ পণ্যদ্রব্যের অব্যাহত চাহিদার কারণে দ্রব্য উৎপাদনের হিড়িক লেগে যায় এবং শ্রমিকের চাহিদা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এভাবে শ্রম শোষণের অবসান হয়।

#### ৫.৩ ক্রয়ক্ষমতা লুটপাটের অবসান:

স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রানীতি মুদ্রার সরবরাহের সীমাবদ্ধতার কারণে মুদ্রার মূল্যমানকে ক্রমাগত বাড়াবে, কারণ উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে দ্রব্যের দাম কমতে শুরু করবে। ফলে মানুষের বর্তমান মজুরীতে দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করার ক্ষমতা দিনের পর দিন বাড়বে। তাছাড়া, দ্রব্যমূল্য কমার কারণে দ্রব্যমূল্য প্রস্তুতকারী কাঁচামালের দামও কমবে। অন্যদিকে শ্রমবাজার চাপা থাকায় শ্রমিকের মজুরীও প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কারণে স্থিতিশীল থাকবে। ফলে উৎপাদন খরচ দিনের পর দিন কমবে বৈকী বাড়বে না। সুতরাং, স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রানীতি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা লুটপাটের অবসান ঘটাবে।

### ৬. বৈদেশিক বাণিজ্য এবং মুদ্রা বিনিময় হার নির্ধারণ

উৎপাদনে উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার ও প্রয়োজন অতিরিক্ত পণ্যের উৎপাদন বা সেবা প্রদানের সক্ষমতা বৈদেশিক বাণিজ্যকে অনুপ্রাণিত করে। তবে যে বিষয়টি বৈদেশিক বাণিজ্যকে নিশ্চিত করে তা হচ্ছে সঠিক মুনাফা অর্জন এবং অন্য দেশের সম্পদ ও বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ও সংগঠন গুলোর অনৈতিক ও অনিয়ন্ত্রিত প্রভাব বিস্তার ও কাগুজে মুদ্রা বিশেষত ডলারের জোর পূর্বক প্রয়োগ বৈদেশিক বাণিজ্যকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর এক তরফা অর্থনৈতিক ফায়দা হাসিলের হাতিয়ারে পরিণত করেছে। খিলাফত রাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যা উপরোক্ত সাম্রাজ্যবাদী অনৈতিকতা মুক্ত। স্বর্ণ-রৌপ্য ভিত্তিক মুদ্রানীতি খিলাফতের বৈশ্বিক বাণিজ্যকে এমনভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে যাতে রাষ্ট্র তার পররাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য গুলোকে দ্রুত ও স্থায়ীভাবে অর্জনে সুবিধা লাভ করতে পারে এবং একই সাথে অনাকাঙ্খিত অর্থনৈতিক বিপর্যয় মুক্ত ও লাভজনক বৈদেশিক ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে।

#### ৬.১ প্রকৃত পণ্যের প্রকৃত মূল্য

বিশ্ব অর্থনীতিতে ডলার বিশ্ব মুদ্রা (World Currency) হিসেবে বিবেচিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা পুঁজিবাদী বিশ্বের প্রধান হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর রুজভেল্ট ডলারকে এই অবস্থানে নিয়ে আসে। পরবর্তীতে নিম্নলিখিত পরাশক্তিীয় ক্ষমতাবলে Brettenwood Conference এ করা ওয়াদা থেকে সরে এসে সারা বিশ্বে অন্তর্নিহিত মূল্য (Intrinsic Value) বিহীন ডলারকে বিশ্ব মুদ্রা হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য করে। সেই দিন থেকে বিশ্ব বাণিজ্যে ডলার একটি অত্যাৱশ্যকীয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বিশ্বের প্রতিটি দেশকে ডলার এর মজুদ রাখতে হয় এবং পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহ অপরিবর্তিত থাকলেও শ্রেফ ডলারের সরবরাহে ঘাটতি বা অধিক্য পণ্যের দাম পরিবর্তন করে ফেলে। ফলে বিশ্ব বাণিজ্যে ডলার একটি অতিরিক্ত বুকি যোগ করে। ডলারের হঠাৎ দাম বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। এতে ক্রেতা পন্যটি কিনতে অনগ্রহী হয়। যদি পন্যটি অত্যাৱশ্যকীয় হয় (যেমন ঔষধ) তাহলে ক্রেতা পন্যটি পরিমাণে কম ক্রয় করে। অপরদিকে বিক্রেতারও বিক্রি কমে যায়। উদাহরণস্বরূপ একটি বিদেশী ঔষধ এর দাম যদি ১০ ডলার হয় এবং ডলারের ক্রয়মূল্য যদি ৭০ টাকা হয় তাহলে বাংলাদেশী টাকায় ঔষধটির আমদানী মূল্য হবে ৭০০ টাকা (আমদানী কর ও পরিবহন খরচ অগ্রাহ্য করা হলো)। এখন ডলারের দাম যদি ১০ শতাংশ বেড়ে ৭৭ টাকা হয় তাহলে ঔষধটির দাম হবে ৭৭০ টাকা এতে ঔষধটির চাহিদা কমে যাবে এবং এর ফলশ্রুতিতে বিক্রিও কমে যাবে এবং ক্রেতা বিক্রেতা উভয়পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদিও ঔষধটির উৎপাদন, সরবরাহ, ভোক্তার নিকট এর আকর্ষণের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অপরদিকে ডলারের দাম যদি হঠাৎ কমে যায় তাহলে আন্তর্জাতিক বাজারে একজন সরবরাহকারীর আয় কমে যায়। উদাহরণস্বরূপ কোন

পন্য বিক্রয় করে একজন সরবরাহকারী যদি ১০০০ ডলার আয় করেন এবং ডলারের বিক্রয়মূল্য যদি ৭০ টাকা হয় তাহলে ঐ সরবরাহকারীর আয় বাংলাদেশী মুদ্রায় ৭০,০০০ টাকা হবে। এখন ডলারের দাম যদি কমে ৬৫ টাকা হয় তাহলে ঐ সরবরাহকারীর আয় দাঁড়াবে ৬৫,০০০ টাকা। যেহেতু মানুষের ক্রয় সিদ্ধান্ত আরো অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেহেতু শুধুমাত্র ডলারের মূল্য পতন ক্রেতাকে অধিক ক্রয়ে অনুপ্রাণিত করে না। ফলে বিক্রেতার আয় বৃদ্ধি নিশ্চিত হয় না। এভাবে ডলারের দামে উঠানামা পন্যের প্রকৃত মূল্যকে বিনষ্ট করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নিজস্ব খরচ বা দায় মেটানোর জন্য যদি অতিরিক্ত ডলার প্রিন্ট করে তাহলে সারাবিশ্বে ডলারের দাম কমে যাবে অর্থাৎ ডলারের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাবে ফলে পণ্যের দাম বাড়বে, বিক্রেতার প্রকৃত আয় (Real Income) কমেবে। পন্যের প্রকৃত মূল্য, চাহিদা ও সরবারহ বিনষ্ট হবে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত ডলার ছাপানোর অর্থ হলো, যুক্তরাষ্ট্র কতৃক নয় বরং সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষ মিলে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ ও দায় মেটানো যা যুক্তরাষ্ট্রকে আরো বেশি লোভী ও ভোগবাদী করে তোলে।

স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রা ব্যবস্থা এই অবস্থার অবসান ঘটবে। কিভাবে? প্রথমত, যখন তখন মুদ্রা ছাপানো বন্ধ হবে কারন মুদ্র ছাপানো কেবল রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের উপর নয় বরং স্বর্ণের রিজার্ভের উপরও নির্ভর করবে। স্বর্ণের রিজার্ভ না বাড়িয়ে মুদ্রা ছাপানো সম্ভব হবে না। দ্বিতীয়ত, মুসলিম বিশ্বে স্বর্ণের পয়াগু মজুদ এবং খনি বিদ্যমান। স্বর্ণ সংকট দেখা দিলে পর্যাপ্ত সোনা উত্তোলন ও সরবরাহ করা সম্ভব। তৃতীয়ত, মুদ্রা হিসেবে ডলার ও স্বর্ণের চরিত্র এক নয়। ডলার মূল্য হারালে ডলারের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে এবং অধিক পতনের আশংকায় মুদ্রা ব্যবসায়ীরা সঞ্চিৎ ডলার বিক্রি করে দেয়ার চেষ্টা করে ফলে বাজারে ডলার সরবরাহ বৃদ্ধি পায় এবং ডলারের মূল্য আরো কমে যায়। অন্যদিকে যেহেতু সবার কাছে স্বর্ণ গ্রহণযোগ্য এবং প্রায় সবার কাছেই (বিশেষত, মুসলিম বিশ্ব ও ভারতীয় উপমহাদেশে) স্বর্ণ আছে সেক্ষেত্রে স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি সবার ক্রয় ক্ষমতাকেই বরং বৃদ্ধি করবে ফলে Expenditure Trend (খরচ প্রবণতা) অটুট থাকবে বরং বৃদ্ধি পেতে পারে। কারন মানুষ যখন নিজেকে অধিক ধনী মনে করে তখন অধিক খরচ করে যদিও তার আয় একই রকম থাকে। আবার স্বর্ণের মূল্য কমে গেলে প্রত্যেকেই অধিক স্বর্ণ ক্রয়ে আগ্রহী হবে ফলে ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতা যেমন অটুট থাকবে অন্যদিকে বিক্রেতাও বিক্রয় ঘাটতির সম্মুখীন হবে না। এটা নিশ্চিত যে স্বর্ণের মূল্য পতন যেকোন দেশকেই স্বর্ণের রিজার্ভ বাড়াতে অনুপ্রাণিত করে ফলে স্বর্ণের চাহিদা দ্রুত বেড়ে গিয়ে স্বর্ণের মূল্য পূর্বাবস্থায় ফেরত যায়। এতে স্বর্ণের বাজার স্থিতিশীল থাকে বা থাকবে। স্বর্ণের বাজারে বর্তমানে যে অস্থিীলতা দেখা যায় তা স্বর্ণের কারনে নয় বরং ডলার ও অন্যান্য কাগজে মুদ্রার ফটকা ব্যবসায়ীদের (Speculative Businessman) দৌরাতে কারণে। এভাবেই স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রা ব্যবস্থা বৈদেশিক বাণিজ্যে স্থিতিশীলতা আনবে যা শুধুমাত্র খিলাফতকে নয় বরং সমগ্র বিশ্বকে স্বস্তি প্রদান করবে।

## ৬.২ বৈদেশিক বাণিজ্যে করবিহীন অবাধ আমদানী রপ্তানী নীতির প্রভাব

আমরা পূর্বেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি কিভাবে স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রা বৈদেশিক বাণিজ্যে মুদ্রা ঝুঁকিকে শূণ্যের কোঠায় নিয়ে আসবে ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য অনুপ্রাণিত হবে। বৈদেশিক বাণিজ্যে অনুপ্রেরণাকে ইসলামের আমদানী রপ্তানীর নীতিমালা আরো বহুগুনে বৃদ্ধি করে। আমরা এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

আদ-দারিমি, আহমেদ এবং আবু উবায়দা, উকবা ইবনে আমির হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন “শুন্ধ আরোপকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না”। আমদানী রপ্তানীর ক্ষেত্রে এটিই ইসলামের সাধারণ নীতি। অর্থাৎ আমদানীকারক অথবা রপ্তানীকারক, সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী কাউকেই কোন প্রকার শুন্ধ প্রদান করতে হবে না।

মুসলিম ইবনে মুসবিহ বর্ণনা করেন যে তিনি একদিন ইবনে উমরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি কি জানেন উমর মুসলিমদের থেকে এক-দশমাংশ শুন্ধ গ্রহণ করতেন কিনা?” তিনি উত্তর দিলেন, “না, আমি (এমন কিছু) জানি না”। ইব্রাহিম ইবনে মুহাজির বর্ণনা করেন, আমি জিয়াদ ইবনে হাদিরকে বলতে শুনেছি, “আমি ছিলাম ইসলামে প্রথম এক-দশমাংশ শুন্ধ আদায়কারী”। আমি জিজ্ঞাসা করলাম “কাদের কাছ থেকে এই শুন্ধ আদায় করতেন?” তিনি উত্তর দিলেন, “আমরা কখনোই মুসলিম বা জিম্মিদের কাছ থেকে শুন্ধ আদায় করতাম না, আমরা শুন্ধ আদায় করতাম খ্রিষ্টান ও বনু তাগলীব এর নিকট থেকে।” আব্দুর রহমান ইবনে মাকাল বর্ণনা করেন, “আমি জিয়াদ বিন হাদীরকে জিজ্ঞাসা করলাম কাদের উপর আপনারা শুন্ধ আরোপ করতেন? তিনি উত্তর দিলেন, “আমরা কখনোই মুসলিম বা জিম্মিদের উপর শুন্ধ আরোপ করি নাই।” সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা করলাম তাহলে কাদের উপর করতেন? তিনি বললেন, “শত্রুদেশের ব্যবসায়ীদের (Belligerent Traders) নিকট থেকে, কারন তারা আমাদের উপর কর আরোপ করতো যখন আমরা তাদের কাছে ব্যবসার জন্য যেতাম”। ক্বারিজ ইবনে সোলায়মান বলেন, উমর ইবনে আব্দুল আযীয আব্দুল্লাহ ইবনে আওফ আল কারীর নিকট লিখেন, রেফায় অবস্থিত শুন্ধকুঠি (শুন্ধ আদায়ে নির্মিত স্থাপনা) টির কাছে পৌছে যাও এবং এটিকে ধ্বংস কর, এরপর এটিকে সাগরে নিয়ে যাও এবং নিক্ষেপ কর যেন এর কোন চিহ্ন না থাকে”। সাকফিক, বাহরাইন, দুমাত আল-জান্দাল সহ অন্যান্য ইসলাম গ্রহনকারী প্রদেশ সমূহে প্রেরণ করা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর চিঠিতে তিনি (সাঃ) লিখেন “তাদেরকে (ব্যবসায়ী) বাধ্যও করা হবে না এবং তাদের উপর শুন্ধও আরোপ করা হবে না”

উপরোক্ত হাদীস ও বর্ণনা সমূহ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য হাদীস, বর্ণনা বা ইজমায়ে সাহাবা থেকে এটি পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, ইসলামে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর শুন্ধারোপ সাধারণ অর্থে নিষিদ্ধ।



মূলত ইসলামে শুদ্ধ আরোপের বিষয়টি পণ্যের ধরন বা পণ্যের উৎসের উপর নয় বরং ব্যবসায়ীর নাগরিকত্বের উপর নির্ভরশীল। শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বর্ণনা সমূহ থেকে এটি প্রতিষ্ঠিত যে খিলাফত রাষ্ট্রের মুসলিম বা চুক্তির অধীন অমুসলিম ব্যবসায়ীদের উপর শুদ্ধ কার্যকর হয় না। খিলাফতের সাথে সুসম্পর্ক আছে এমন রাষ্ট্রের ব্যবসায়ীগণের উপরও শুদ্ধ প্রযোজ্য নয়। এমনকি সম্ভাব্য শত্রু রাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের উপর শুদ্ধ ততোটুকুই আরোপ করা হয় যতটুকু শুদ্ধ ঐসব রাষ্ট্র খিলাফতের ব্যবসায়ীদের উপর আরোপ করেছে। তবে কি ধরনের পন্য রপ্তানী করা যাবে তার উপর রাষ্ট্রের শর্তাবলী প্রযোজ্য যেমন শত্রু রাষ্ট্র বা সম্ভাব্য শত্রু রাষ্ট্রের যুদ্ধ করার ক্ষমতা বা সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে এমন কোন পন্য ঐসব রাষ্ট্রে রপ্তানী করা নিষিদ্ধ।

খিলাফত রাষ্ট্রের স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রানীতি একদিকে যেমন মূল্যের স্থিতিশীলতাকে বজায় রাখবে অন্যদিকে বৈদেশিক বাণিজ্যে শুদ্ধবিহীন নীতি আমদানী রপ্তানীকে এমন ভাবে আকর্ষণীয় করবে যে প্রত্যেক রাষ্ট্রই খিলাফতের সাথে অন্তত বাণিজ্য সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী হবে যা রাষ্ট্র সমূহকে খিলাফতের কাছাকাছি আনবে এবং খিলাফাহ তার পররাষ্ট্র নীতি বাস্তবায়নে দ্রুত অগ্রসরে সমর্থ হবে।

### ৬.৩ মুদ্রা বিনিময় হার নিধারণ

ইসলাম অন্যান্য দেশের মুদ্রার সাথে খিলাফতের মুদ্রার বিনিময় অনুমোদন করে। বিষয়টি বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। তবে এই বিনিময় শর্তহীন নয়। খিলাফতের প্রস্তাবিত খসড়া সংবিধানের ১৬৮ তম অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে-

“ It is permissible to have exchange between the State currency and the currency of other states like the exchange between the State's own coinages. It is permissible for the exchange rate between two currencies to differ provided the currencies are different from each other. However, such transactions must be undertaken in a hand-to-hand manner and constitute a direct transaction with no delay involved. The exchange rate can fluctuate without any restriction as long as it is between two different currencies. All citizens can buy whatever currency they require from within or outside the state and they can purchase the required currency without obtaining prior permission or the like.”

উপরোক্ত অনুচ্ছেদ থেকে নিম্নবর্ণিত উপলব্ধিতে পৌছানো যায়।

প্রথমত, অন্য রাষ্ট্রের মুদ্রার সাথে খিলাফতের মুদ্রার বিনিময় অনুমোদিত।

দ্বিতীয়ত, বিনিময় হার মুদ্রার বাজারের উপর, তথা বিনিময়ে অন্তর্ভুক্ত মুদ্রা সমূহের চাহিদা ও সরবরাহ এর উপর নির্ভরশীল এবং রাষ্ট্র এতে কোন প্রকার বিধি নিষেধ আরোপ করবে না। তবে যেহেতু মুদ্রার এই বিনিময় স্বর্ণ-রৌপ্য ভিত্তিক মুদ্রার সাথে অন্যান্য দেশের মুদ্রার, সেহেতু এই বিনিময় হারের উপর স্বর্ণের মূল্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকবে। অর্থাৎ স্বর্ণ মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির কারনে খিলাফতের স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তিত হবে।

তৃতীয়ত, এই বিনিময় হার বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে যেহেতু স্থানীয় বাজার সমূহে (Local Markets) স্বর্ণের দামের বিভিন্নতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবে যেহেতু স্বর্ণ বিশ্বব্যাপী ক্রয় বিক্রয় হয় তাই এই বিভিন্নতা প্রকট নয়। অর্থাৎ স্বর্ণের দাম সর্বত্রই কাছাকাছি নির্ধারিত হয়। যেহেতু মুদ্রা বিনিময় বাজারের উপর নির্ভরশীল সেহেতু অন্য দেশের মুদ্রায় খিলাফতের স্বর্ণ মুদ্রার দাম বিভিন্ন হতে পারে এবং এটি অনুমোদিত।

চতুর্থত, এই বিনিময় হতে হবে হাতে হাতে অর্থাৎ বিনিময় হতে হবে তাৎক্ষণিক (Spot Exchange)। মুদ্রা গ্রহণ ও এর মূল্য পরিশোধ একই সময়ে বা একই বৈঠকে হতে হবে। এই ব্যাপারে কোন প্রকার বিলম্ব সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুতরাং মুদ্রার অগ্রিম ক্রয় বা অগ্রিম বিক্রয় নিষিদ্ধ। এই ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস সমূহ সুস্পষ্ট।

মালিক ইবনে আওস আল হাদাকান হতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন “আমি আসলাম এবং বললাম কে আছেন যিনি আমার স্বর্ণ মুদ্রাগুলোর বিনিময়ে আমাকে দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) প্রদান করবেন? এ কথা শুনে উমর বিন খাত্তাব এর পাশে উপবিষ্ট তালহা বিন উবায়দুল্লাহ বললেন আমাদেরকে তোমার স্বর্ণগুলো দেখাও এবং পরে এসে রৌপ্য নিয়ে যেও যখন আমার ভৃত্য সেগুলো নিয়ে আসবে। একথা শুনে উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বললেন, অবশ্যই না। আল্লাহর শপথ এখনই তার রৌপ্যগুলো দিয়ে দাও অথবা তার স্বর্ণগুলো ফেরত দাও, কারণ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন “ স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে বিনিময় সুদ ছাড়া আর কিছুই নয় কেবলমাত্র তখন- ছাড়া যখন এই বিনিময় হাতে হাতে হয়।”

আবু মিনহাল হতে আহমেদ বর্ণনা করেন যে, “ আল বারা বিন আজিয় এবং যায়েদ বিন আরকাম ব্যবসায়িক অংশীদার ছিলেন, তারা বাকিতে রৌপ্য ক্রয় করলেন। এ সংবাদ শুনে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এ কথা মাধ্যমে তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে “ যা কিছু অর্থ দ্বারা পরিশোধিত হয়েছে তা সিদ্ধ এবং যা কিছুর মূল্য পরিশোধ বিলম্বিত করা হয়েছে তা অবশ্যই ফেরত দিতে হবে (অর্থাৎ বিনিময়ের এই অংশটুকু প্রত্যাখ্যাত হয়েছে)।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রের নাগরিকগণ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোন পরিমাণে যে কোন মুদ্রা দেশের ভেতর বা বাইরে থেকে ক্রয় করতে পারবেন এবং এ ব্যাপারে তাদের কোনপ্রকার পূর্ব অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নাই।

## ৭. বিশ্ব নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার

স্বর্ণ রৌপ্য ভিত্তিক মুদ্রানীতি বিশ্ব অর্থনীতিতে খিলাফতের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় শুধু শক্তিশালী ভূমিকাই রাখবে না বরং বৈদেশিক বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য পুঁজিবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর অনৈতিক আধিপত্য খর্ব করবে। ডলার, পাউন্ড বা এই ধরনের কাগজে মুদ্রা বিশ্ব বাণিজ্যে ক্রমাগতভাবে প্রত্যাখ্যাত হবে এবং তৃতীয় বিশ্ব সহ বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ খিলাফতের ছায়াতলে এসে তাদের সম্পদ ও বাজার সমূহকে লোভী ও আত্মসী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হবে।

### ৭.১ কাগজের উপর স্বর্ণের আধিপত্য

নিঃসন্দেহে স্বর্ণ কাগজ অপেক্ষা মূল্যবান। স্বর্ণ বিশ্বের সর্বত্র অন্য যেকোন সম্পদ অপেক্ষা অনেক বেশি কাজিখত। খিলাফতের মুদ্রার গ্রহণযোগ্যতা মানে স্বর্ণের গ্রহণযোগ্যতা। সুতরাং কোন চিন্তার অবকাশ ছাড়াই এটা বলা যায় যে ডলার বা পাউন্ড নামক কিছু ক্রয় ক্ষমতা সম্বলিত কাগজের উপর স্বর্ণ অবশ্যই আধিপত্য বিস্তার করবে। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি কিভাবে ডলারের দাম বৃদ্ধি বা হ্রাস ব্যবসার আয় ও ব্যয়কে বিপর্যস্ত করে। এটি বৈদেশিক বাণিজ্যে অনীহার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে যখন একজন ব্যবসায়ী ডলারের নিকট ভবিষ্যৎ মূল্য (Immediate Future Value) অনুমান করতে ব্যর্থ হয় যা তার ব্যবসার ভবিষ্যৎ আয় বিষয়ক অনুমানকে দ্বিধাশ্রিত করে। এমতাবস্থায় বিশ্বের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যখন এমন একটি মুদ্রায় লেনদেন করার সুযোগ পাবে যার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি উভয় অবস্থাতেই তার ব্যবসায়িক লক্ষ্য অপরিবর্তিত থাকে তখন অবশ্যই তারা এই মুদ্রাকে লুফে নেবে এবং একই সাথে অন্যান্য মুদ্রার উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দিবে। এভাবে স্বর্ণমুদ্রা অন্যান্য কাগজে মুদ্রার উপর শীঘ্রই বিজয়ী হবে। কেবল মাত্র অন্তর্নিহিত মূল্য (Intrinsic Value) না থাকার কারনেই ইউরো, ইউরোপের অধিকাংশ শক্তিশালী রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েও ডলারকে প্রয়োজনীয় চ্যালেঞ্জ করতে সমর্থ হয় নাই। যা খিলাফতের স্বর্ণমুদ্রা নিমিষেই করতে সমর্থ হবে।

### ৭.২ অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহকে খিলাফতের বলয়ভুক্ত করণ

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি কিভাবে স্বর্ণমুদ্রা নীতি আন্তর্জাতিক ব্যবসায় পন্যের প্রকৃত মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে। অপরদিকে খিলাফতের শুদ্ধবিহীন আমদানী রপ্তানী নীতিও আলোচিত হয়েছে। এই উভয় বিষয় খিলাফতের ব্যবসায়ীদের সাথে লেনদেন ও ব্যবসাকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় করবে। প্রতিটি রাষ্ট্রই খিলাফতের সাথে নিবিড় অর্থনৈতিক যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহী হবে। যেহেতু ভবিষ্যৎ খিলাফত রাষ্ট্রের থাকবে বিশাল জনগোষ্ঠী অর্থাৎ বিশাল ভোজ্য বাজার একই সাথে আছে পন্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাঁচামাল ও জ্বালানীর উৎস সেহেতু বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রকেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় খিলাফতের সাথে সম্পর্ক রাখতেই হবে। খিলাফত রাষ্ট্রের সম্পদের কিছু পরিসংখ্যান উল্লেখ করা যেতে পারে-

বর্তমানে মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলো ২০০৮ সালে বিশ্বের মোট চাল উৎপাদনের ২১.০৬ শতাংশ যোগান দেয়, ২০১০ সালে মোট গম উৎপাদনের ১৬.৮৫ শতাংশ এবং অন্যান্য শস্যের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ যোগান দেয়। পোষাক শিল্পের জন্য আবশ্যকীয় উপাদান তুলার বিশ্ব যোগানের ২০ শতাংশ আসে মুসলিম দেশগুলো থেকে। বিশ্বে ৭৫ শতাংশ পাট রপ্তানী শুধুমাত্র বাংলাদেশ থেকে হয়। বিশ্বের মোট প্রমিত প্রাকৃতিক তেল মজুদের ৭২ শতাংশ এবং প্রমিত প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের প্রায় ৬২ শতাংশ মুসলিম বিশ্বে অবস্থিত। শুধু ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের কয়লা ব্যবহারের ২১ শতাংশ যোগান দেয়। এছাড়া কাজাখিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে রয়েছে বিশাল কয়লা মজুদ। বিশ্বের সবচেয়ে বড় কয়লা খনির অবস্থান পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশে অবস্থিত।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকল্প উৎস এবং পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভাবের জন্য মুসলিম বিশ্বে রয়েছে প্রমিত ইউরেনিয়াম মজুদের ২০ শতাংশ। শিল্প অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য রয়েছে ব্যাপক লৌহ খনির উপস্থিতি এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা তৈরীর জন্য রয়েছে বিশাল স্বর্ণ খনি সমূহ।

সুতরাং কি করে অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ খিলাফতের সাথে বাণিজ্যকে উপেক্ষা এমনকি ন্যূনতম অবহেলা করতে পারবে? তাদেরকে খিলাফতের কাছে আসতেই হবে। তৃতীয় বিশ্বের অমুসলিম রাষ্ট্রগুলো খিলাফতের সাথে বাণিজ্যকেই একমাত্র স্বস্তিদায়ক হিসেবে খুঁজে পাবে। ফলে এই সব নিপীড়িত রাষ্ট্র দ্রুত খিলাফতের বলয়ভুক্ত হবে। তারা খিলাফতের নীতি এবং নির্দেশনা বাধ্য হয়ে নয় বরং নিজেদের উন্নয়নের জন্যই অনুসরণ করবে।

### ৭.৩ ডলারের অবশ্যম্ভাবী পতন

২০১০ সালে বিশ্ব ব্যাংক প্রধান রবার্ট জোয়েলিক Financial Times এর একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেন “জি-৮ এর উচিত প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধার কর্মসূচীকে সহযোগীতা করার জন্য একটি পরস্পর সহযোগীতাকারী মুদ্রা ব্যবস্থা তৈরি করা যা সমাগত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রতিফলিত করবে ... এই ব্যবস্থাটির উচিত হবে মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রাসংকোচন এবং ভবিষ্যৎ মুদ্রা মান অনুমান করার জন্য International Reference Point হিসেবে স্বর্ণকে বিবেচনা করা।”

মার্কিন মুল্লুক পরিদর্শনে যাওয়ার প্রাক্কালে চীনের প্রধানমন্ত্রী হো জিনতাও অত্যন্ত আগ্রাসী ভঙ্গিতে বলেন “মার্কিন ডলারের তরলীকরণ একটি গ্রহনযোগ্য ও স্থিতিশীল পর্যায়ে রাখা উচিত।” অর্থাৎ তিনি অতিরিক্ত ডলার ছাপানোর ব্যাপারে বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং কাণ্ডজে মুদ্রানীতির কার্যকারীতা চরম ভাবে নিরীক্ষা করার বিষয়টি ইঙ্গিত করে বলেন “বর্তমান আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা অতীতেরই ফলাফল।”

সুতরাং পূর্ব কি পশ্চিম উভয়দিকেই ইতিমধ্যে ডলারের গ্রহনযোগ্যতা নিয়ে ব্যাপক প্রশ্ন তোলা হচ্ছে এমনকি তা স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রাব্যবস্থার অনুপস্থিতিতেই। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস কতৃক সরকারের খন গ্রহনের উর্ধ্বসীমা আরো উর্ধ্ব করা, দেশটির দেউলিয়াপনার চরম বহিষ্কার। এবং এটা এতটাই প্রকট যে দেশটিকে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করতে হচ্ছে এমনকি এর আপাতদৃষ্টিতে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা কমিয়ে আনতে হচ্ছে। সম্পদবিহীন খনগ্রহণ মানুষের মত যুক্তরাষ্ট্রকে তার খন ক্রমাগত বাড়িয়েই চলতে হবে। এই অবস্থায় খিলাফতের আবির্ভাব এবং স্বর্ণ মুদ্রার গ্রহনযোগ্যতা ডলারকে চালকের আসন থেকে ছুড়ে ফেলবে। খিলাফতের ন্যায় অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোও স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিত্তিক মুদ্রা প্রচলনে আগ্রহী হবে এবং একে প্রাধান্য দিবে এমনকি যুক্তরাষ্ট্রও (যদি ততদিন টিকে থাকে) একই নীতি অনুসরণে বাধ্য হবে। এবং এভাবেই ডলারের আধিপত্যের যুগ একটি প্রতারনাময় কালো অধ্যায় হিসেবে ইতিহাসে জায়গা নিবে।

#### ৭.৪ লোভী সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদদের অন্তরীন

দুটি কারনে খিলাফতের অর্থনীতি বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে। প্রথমত, যেহেতু ভবিষ্যৎ খিলাফত রাষ্ট্রে উৎপাদন ও জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পন্য ও কাঁচামাল বিপুল মজুদ বিদ্যমান, সেহেতু অন্য দেশের উৎপাদিত পন্য বা কাঁচামাল খিলাফতের জন্য আবশ্যকীয় নয়। যেহেতু খিলাফত পন্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ সেহেতু এর অর্থনীতি মুদ্রার বিনিময় হারের উত্থান-পতন এর প্রভাব মুক্ত।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী ভূমি সমূহের সম্পদের প্রয়োজন অন্য প্রায় সবদেশেরই রয়েছে। অর্থাৎ অন্যদেশের উৎপাদিত পন্যের প্রয়োজন খিলাফতের নেই অথচ খিলাফতের কাঁচামাল, জ্বালানী বা পন্যের প্রয়োজন সকল দেশেরই রয়েছে। সুতরাং খিলাফত অন্য সকল দেশকে বাণিজ্যের জন্য স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রা গ্রহণে সহজেই বাধ্য করতে পারবে এবং কোন রাষ্ট্রই খিলাফতের মুদ্রার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না।

এই সক্ষমতা খিলাফতকে অর্থনৈতিক নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করবে, এছাড়াও আরো অন্যান্য কারনে যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, তৃতীয় ও মধ্যমসারির রাষ্ট্রগুলোকে খিলাফতের সাথে যোগদান বা এর বলয়ভুক্ত করবে। এই রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ বাজার ও সম্পদে সাম্রাজ্য ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর হস্তক্ষেপের বিরোধীতা করবে এবং এ কাজে খিলাফত তাদের পাশে থাকবে। খিলাফত অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও প্রয়োজনে সামরিক সহযোগিতা দিয়ে এই রাষ্ট্রগুলোকে সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে উদ্ধার করবে। এটি বিশ্বকে Polarized করবে এবং বিশ্ব ক্রমান্বয়ে ইসলাম দ্বারা পরিচালিত Unipolar ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাবে। এভাবেই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ও সংগঠন গুলোকে অন্তরীন করা হবে এবং আমেরিকান রাজ এর পতন ঘটবে।

#### উপসংহারঃ অর্থনৈতিক অস্থিরতা মুক্ত বিশ্ব অর্থনীতি

একটি রাষ্ট্র দুই ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে, প্রথমটি হলো আভ্যন্তরীন নিয়ামক (Factors) সমূহের নিম্নগামিতা। অন্যটি হলো অন্যান্য দেশের বিশেষ করে যেসব দেশের সাথে রাষ্ট্রটির নিবিড় অর্থনৈতিক যোগাযোগ আছে তাদের অর্থনীতির পতন যা রাষ্ট্রটির অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলতে সক্ষম। নিজস্ব অর্থনীতিতে (Local Economy) বিপর্যয়ের কারন সমূহের মধ্যে প্রধান কারনগুলো হলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারনে উৎপাদন সক্ষমতার ঘাটতি বা সক্ষমতা কমে যাওয়া, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারনে বিনিয়োগ অনীহা এবং অনিশ্চিত অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ এর আশংকায় ভোক্তাদের সঞ্চয় প্রবণতা অর্থাৎ পন্য ও সেবা ক্রয়ে অনীহা বা রক্ষণশীলতা। এছাড়া সরকারের ভুল সিদ্ধান্ত বা আইন শৃংখলার অস্বাভাবিক পতন অর্থনীতিকে মন্দার দিকে নিয়ে যেতে পারে। অধিকাংশ তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দ্রাবিদ্রতার এটি একটি প্রধান কারন। তবে নিজস্ব অর্থনীতি সঠিকভাবে সচল থাকা সত্ত্বেও একটি দেশ যে ব্যাপক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে পারে তার উদাহরন বর্তমান ও বিগত শতাব্দীতে এত বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে যে বৈশ্বিক মন্দাকেই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রধান কারন বললে অত্যাুক্তি হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহশিল্প বিপর্যের ফলে ইউরোপ ও এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের দীর্ঘ মেয়াদী মন্দা, গত শতাব্দীর এশিয়ান মুদ্রা বিপর্যয় (Asian Currency Crisis), শেয়ার মার্কেট বিপর্যয়, অথবা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রাক্কালে সংঘটিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মন্দা কিভাবে অসংখ্য দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংসের দ্বারগোড়ায় নিয়ে গিয়েছিল তা যেমন লিখিত আছে বিশ্ব অর্থনৈতিক ইতিহাসে, তেমনি লিখিত আছে প্রত্যেক চাকরী হারানো, হঠাৎ দ্রাবিদ্রতার নির্যাতিত হওয়া কিংবা অনাহারে প্রাণ হারানো প্রতিটি মানুষ বা পরিবারের স্মৃতিতে, তা সেই পরিবার পশ্চিমেরই হোক বা পূর্বের। সুতরাং অন্য দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের বিরূপ প্রভাব থেকে মুক্ত স্বনির্ভর অর্থনীতি প্রতিটি দেশেরই কাম্য। খিলাফত রাষ্ট্রের শিল্পনীতি, আইন শৃংখলা দমনে শরিয়াহ পরিচালিত আদালত, নৈতিকতা ও কার্যক্ষমতা নির্মানকারী শিক্ষানীতি, অর্থনীতি ও দেশ শাসনে শরিয়াহর প্রয়োগ রাষ্ট্রকে আভ্যন্তরীন অর্থনৈতিক বিপর্যয় মুক্ত করে। অপরদিকে স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিত্তিক মুদ্রাব্যবস্থা, শরিয়াহ দ্বারা পরিচালিত পররাষ্ট্রনীতি, জিহাদ, করমুক্ত আমদানী-রপ্তানী নীতিসমূহ এবং সর্বপরি পুঁজীবাদী রাষ্ট্র ও সংগঠনগুলোর প্রভাব বিছিন্নকারী নীতি সমূহ কেবলমাত্র রাষ্ট্রকে বাহ্যিক অর্থনৈতিক বিপর্যয় (External Shock) মুক্তই করবে না বরং বিশ্বের অন্যান্য নিপীড়িত রাষ্ট্রগুলোকে খিলাফতের কাছাকাছি নিয়ে আসবে এবং খিলাফতের বলয়ভুক্ত একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা (New world Order) বিনির্মাণ করবে। ফলে ইসলাম বাস্তবিকভাবে

সার্বজনীন জীবনব্যবস্থা হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ সুবাহনাওয়াতায়ালা আমাদেরকে সেই মহেন্দ্রক্ষনের স্বাক্ষরী হিসেবে করুল করুক। আমীন

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি মুমিন হও। [আল-ইমরানঃ১৩৯]

আবু মুসাব ও ইবনে মুসা  
১ম ড্রাফট  
২৯ জমাদিউস সানি ১৪৩৫ (২৯ এপ্রিল, ২০১৪)